এফিসিয়েন্সি, না ইকুইটি? – নাকি শুধুই অগাষ্টের গল্প

ড. শামস্ রহমান

[পূর্বে আমার লিখা অন্যান্য গল্প থেকে এ গল্পের গল্প বলার ধরণটা একটু ভিন্ন। পড়তে নীরস মনে হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে অনাগ্রহী হওয়াটাই স্বাভাবিক। তারপরও, যারা পড়বেন তারা একটু ধর্য্য নিয়ে পড়লে অত্যন্ত খুশী হব। ধন্যবাদ – লেখক]

দবির আলী শিমুলপুর গাঁয়ের বাসিন্দা| সৎ, কর্মঠ এবং বিচক্ষন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত| তাই সবার কাছে তার গ্রহনযোগ্যতাও যথেষ্ট। দবির আলীও সবার জন্য সদা প্রস্তুত| গাঁয়ের সকল মানুষকে খুশি করাই যেন তার কাজ| গফুরের পেছন-বাড়ির ঝড়ে পড়া বেড়া সংস্কারে হাত লাগানো; করিম পোদ্দারের মধ্যপ্রাচ্যে থাকা ছেলের জন্য চিঠি লেখে দেওয়া, ছখিনা বিবির সাবালিকা মেয়ের বিবাহ ব্যবস্থায় আর্থিক সাহায্য করা – এ সব নিয়েই ব্যস্ত সময় কাঁটে দবির আলীর| এক বিবি, দুই সন্তান ও বুড় বিধবা মা নিয়ে তার সুখের সংসার|

মোট তেরটি মহল্লা বা পাড়া নিয়ে শিমুলপুর গাঁ| মজার ব্যাপার হল, মহল্লাগুলো সোজা এক বড় রাস্তার এপাড়ে-ওপাড়ে এক লাইনে দাঁড়ানো| অনেকটা দেবদারু গাছের মত সারি বেধেঁ সাজানো| আর একটি গাঁ অপরটি থেকে ঠিক এক মাইল অন্তর অন্তর অবস্থিত (চিত্র ১ দেখুন)| অবিশ্বাস্য শোনালেও তথ্যটা সত্য। কি কারণে এত নিখুঁতভাবে গড়ে উঠেছে মহল্লাগুলো তা গাঁবাসীদের অজানা। তবে কথিত যে ঊনবিংশ শতাব্দির গোড়ার দিকে স্যামুয়েল নামে এক বিলেতি সার্ভেয়ারের নক্সায় এ গাঁয়ের গোড়া পত্তন ঘটেছে। তাই স্যামুয়েল থেকে শিমুল, আর তা থেকেই এ গাঁয়ের নাম শিমুলপুর|

‘**ঠ**’ আর ‘**প**’ মহল্লা বাদে, বাকী সব মহল্লায় মানুষের বাস। যেমন, ‘**ক**’তে বাস করে চল্লিশ হাজার, ‘**খ**’তে আশি হাজার ইত্যাদি। ১৯৫৪ সালের জলোচ্ছ্বাসে মহল্লা ‘**ঠ**’ এবং ‘**প**’ সেই যে ভেসে গেল, আর কখনো বসতি গড়ে উঠেনি। সেখানে এখন শুধুই চর।

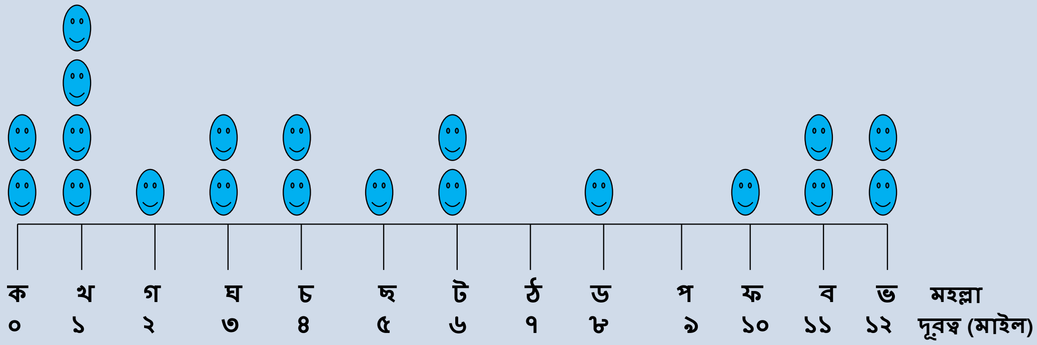

চিত্র ১ – শিমুলপুর গাঁয়ের মহল্লাগুলোর অবস্থান। ☺ – সমান ২০,০০০ মানুষ

শিমুলপুর গাঁয়ের ‘**ট**’ পাড়ায় দবির আলী ও তার পরিবারের বাস। এ ভিটেমাটি পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া। এটেল মাটির ডোয়া’র উপর দো’চালা দুটি ঘর। ঘরের পেছনে ছোট্ট আঙ্গিনা। আঙ্গিনার সীমানা ঘেসে উন্মুক্ত উনুন। পাশেই নিম আর কাগ্জি লেবুর গাছ। ক্ষানিকটা দূরে সারি বেঁধে দীঘল নারিকেল এবং বেদানার গাছ। অনেক যত্ন করে যখন পুঁতেছিল চারটি চারা, পিত্রিহীন দবির আলীর বয়স তখন দশ। মা বলেছিল – ‘দেখিস্, একদিন....’| মায়ের কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে। উনুন ঘিরে আঙ্গিনা ছেয়ে থাকে নিমের ছাঁয়ায়, রসে টইটুম্বর বেদানার দানা আর কাগ্জি লেবু।

বাড়ির সামনে চওড়া উঠোন। শোবার ঘরের সাথে লাগানো টানা বারান্দা| গাঁয়ের বাসিন্দারা এলে, এখানেই বসার ব্যবস্থা হয়| তবে, তারা এসেই – ‘ও দবির আলী, দবির ব্যাডা বারিত আছ নি?’ বলতে বলতে উঠোন পেরিয়ে বারান্দ ছেড়ে একেবারে ঘরের ভিতর চলে আসে| যেন সবাই এ ঘরেরই বাসিন্দা| দবির আলী ও তার স্ত্রী সানন্দে গ্রহন করে তাদের আর আনন্দে আপ্পায়ন করে| কখনো পিছন বাড়ির বাহারের ফলে, আবার কখনো আহার-জলে।

সেদিন শরতের সন্ধ্যা। এক এক করে জনা দশেক বয়স্ক মাতব্বর গোছের গাঁয়ের বাসিন্দা, বলা নেই, কওয়া নেই, দবির আলীর বাড়িতে হাজির। সামাজিক আদান-প্রদানের বালাই নেই, আলোচনার সূচনা নেই, সরাসরি প্রস্তাব – ‘তুমি আমাগো গ্যারামের মম্বর অইবা’। দবির আলীর কিছু বলার আগেই – ‘তুমি জুয়ান, কামের মানুষ, আমরা তোমারে ছাই’। দবির আলীর সব আপত্তি সেদিন উপেক্ষিত হল মাতব্বরদের আবদারে|

তারপরের ঘটনা ঘটে অতি দ্রুত। নির্বাচন। নির্বাচনে নিরুঙ্কুশ জয়। সকলের সে কি আনন্দ! দবির আলী শিমুলপুরের মধ্য মনি হয়ে ঘরে ফিরে।

নির্বাচনের ঠিক দুদিন পর দবির আলীর বিজয় সম্বর্ধনা। হাজার হাজার মানুষের ঢল নামে সেই অনুষ্ঠানে। মঞ্চে উপবিষ্ট কয়েকজন মাতব্বর আর দবির আলী। মাইকের সামনে এসে দাঁড়ায় সে। চারিদিকে নিরবতা। ‘কি কইবে সে’ – দবির আলী ভাবে। ভাবনায় কাটে কয়েক মূহুর্ত। তারপর – ‘মুরুব্বি জন। ভাই হগ্‌গল। মা ও বইন আমার। আফনেরা আমারে যা দিছেন, আমি তা কস্মিন কালেও হোধ দেবার পারুম না। তয় আমার একখানা প্যালান আছে। আমি ছাই আমাগো শিমুলপুর হবুজ ফসলে ভইরা উডুক’। এরপর দবির আলী হঠাৎ নিরব। উপস্থিত সকলে একে অন্যদের দিকে জিজ্ঞাস্যচিত্বে তাকায়। ‘কথা কি শ্যাষ? আর কি কিছুই কওয়েনের নাই? ঠিক সেই মূহুর্তেই নিরবতা ভেঙে দবির আলী বলে – ‘তয় কামডা অত হহজ না। এর লাইগা ছাই কামের মানুষ, শক্ত মানুষ। এর লাইগা ছাই হগ্‌গলের সুহাস্থ। আমাগো গাঁয়ে একডা হাস্থ কেন্দ্র নাই। আমি শিমুলপুরের মানুষের লাইগা একখানা হাস্থ কেন্দ্র থুইলা দিমু ইন্‌শাল্লাহ্’। করতালি আর, দবির ব্যাটা, জোয়ান ব্যাটা, সাবাস ব্যাটা’ – শ্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠে মঞ্চের চারপাশ।

আজ শহর, কাল বন্দর। আজ ডিসি, কাল মন্ত্রি। এভাবে একদিন স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয় থেকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য অর্থ বরাদ্দ হলো। কালিয়াকোর থেকে ইট-বালির জোগান হলো। গাঁয়ের রাজমিস্ত্রি এগিয়ে এলো সেই সাথে গাঁয়ের জোয়ান জোয়ান ছেলেরা। পাশের গাঁয়ের কিছু কিছু জোয়ান ছেলেরাও সাহায্যের হাত বারিয়ে দিল। সবাই এলো, সবই জোগান হলো। কিন্তু প্রশ্ন হলো – গাঁয়ের কোন্ মহল্লায় নির্মিত হবে স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি? ‘**ক**’, ‘**খ**’ নাকি ‘**ঠ**’ মহল্লায়? নাকি তেরটি মহল্লার যে কোন একটিতে হলেই হবে? দবির আলী কূল-কিনারা খুঁজে পায় না। ভাবে – ‘কোইনখানে এইডার পাক্কা হমাদান?’

সারা জীবন যে মানুষটি ‘একজনকে বাদ দিয়ে, অন্য জনকে নয়, সবার জন্য মঙ্গল’ চেয়েছে, সে আজ দিশেহারা। ভেবে পায় না কিছু। মেঝেতে নক্সিকাঁথার উপর পাতা গাঁয়ের নক্সাটা দ্যাখে আর ভাবে – ‘হাস্থ কেন্দ্রখানা কোন খানে বহাইলে, হগ্‌গলে হমান উপকার পাইবে?’ আংগুলের ফাঁকে ধরা পেন্সিল দিয়ে ‘**ক**’ থেকে ‘**ভ**’ পর্যন্ত, প্রতিটি মহল্লার উপর চোখ বুলায় বার বার। কিন্তু সমাধান খুজে পায় না।

প্রতিদিনের মত সেদিনও দবির আলী খুব ভোরে উঠে। তখনও বেদানার ডালে ডালে চড়ুই পাখীর চেচা-মেচি শুরু হয়নি। পূর্ব দিগন্তে লালচে আভা – সূর্য পুরপুরি তখনও উঠেনি। নিমের মেস্‌ওয়াক হাতে দবির আলী হাটতে বেড়য়। পাশের বাড়ির কেরামত, পুবের বাড়ির রহমত, জব্বার বাড়ির বাবর এবং আরো অনেকে – কেউ লাঙ্গল-কোদাল, কেউ বা কাস্তে হাতে ছুঁটছে ক্ষেতের কাজে। দ্যাখে চন্দ বাড়ীর নারায়ণকে, ঝোলা কাঁধে ছুটছে স্বর্ণকারের কাজে। দূরে থেকে আকবর ধেয়ে বাড়ি ফিরছে সারা রাত চৌকিদারী কাজ শেষে। সবাই হাটছে। দবির আলী তাদের দ্যাখে এবং ভাবে। হঠাৎ কি ভেবে হন্তদন্ত হয়ে দ্রুত পায়ে বাড়ী ফেরে। নক্সায় চোখ বুলায়। এক সময় বিড়বিড় করে বলে –‘এডা ঠিকওই যে ছিকিতসার লাইগা গেরামের হগ্‌গলেই পায়ে হাইডা হাস্থ কেন্দ্রে আইবো। আর তাইলে, শিমুলপুরের মোট হাডার দূরত্ব যে মহল্লা থাইকা সবছাইতে কম হইবো, হেই মহল্লায় বানাইমু হাস্থ কেন্দ্র’। পেয়ে যায় সমাধান। দবির আলীর আনন্দ আর ধরে না যেন!

কঠিন হিসাব। প্রত্যেক মহল্লার জনসংখ্যা আর মহল্লা থেকে মহল্লার দূরত্ব – এসব নেই হিসেব। দীর্ঘ হিসেবের পর দবির আলী উপনিত হয় যে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের ‘**চ**’ই সর্ব উত্তম মহল্লা। পেন্সিল দিয়ে দবির আলী ‘**চ**’ এর উপর এটে দেয় মস্ত বড় একিটি ‘টিক চিহ্ন’ (চিত্র ২ দেখুন)। নিশ্চিন্তে হাত-পা ছড়িয়ে বসে। দু’সিলিং তামাক সাজায়। জ্বলন্ত কয়লা আর তামাকের সংমিশ্রণে সৃষ্ট স্ফুলিঙ্গ যেন আতসবাজি হয়ে ঝরে। দবির আলীর মন প্রশান্তিতে ভরে উঠে গুড়্গুড়ির প্রতি টানে।

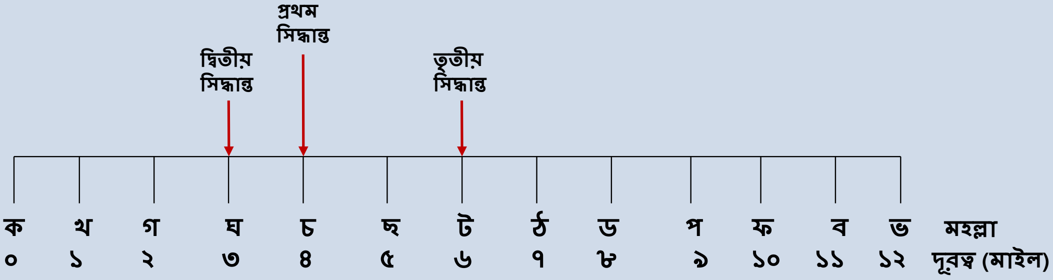
প্রথম সিদ্ধান্ত
দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত
তৃতীয় সিদ্ধান্ত
ক খ গ ঘ চ ছ ট ঠ ড প ফ ব ভ মহল্লা
০ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ দূরত্ব (মাইল)

চিত্র ২ – প্রস্তাবিত স্বাস্থ্য কেন্দ্রর অবস্থান।

ক্ষানিক পর দবির আলী নক্সায় আবার চোখ বুলায়– ‘হিদ্দান্তডা কি ঠিক ওইলো? নস্কায় কি কয়? এবার সিদ্ধান্তের ‘বিগ-পিক্‌চার’টা বোঝার চেষ্টা করে সে। ‘**চ**’ মহল্লার তুলনায় অন্যান্য মহল্লাগুলোর আপেক্ষিক অবস্থান নিরুপন করাই তার উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, যোগ-বিয়োগ-গুন-ভাগের হিসেব-নিকেসে, ‘**চ**’ মহল্লায় স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তটা গাঁয়ের সকলের জন্য কেমন হবে? দবির আলী নক্সায় মনোনিবেশ করে পুনরায়। নিজে নিজে ব্যাখ্যা করে – হ্যা, এডা হত্য – **চ**, **ঘ**, **ছ**, **গ**, এমনকি ‘**খ**’ মহল্লার বাসিন্দাগো লাইগা ভালাই হইবো। বাড়ীর কাছাকাছি হাস্থ কেন্দ্র পাইবো। আইডা যাইতে কম সময় আর বেগ ল্যাগবো কম। কিন্তু **ভ**, **ব**, **ফ** মহল্লার বাসিন্দাগো লাইগা? তারা তো বহুত দূরে পইরা থ্যকবো। তাগো লাইগা আইডা আইতে কষ্ট ওইবো। না! হিদ্দান্তডা হগ্‌গলের লাইগা ভালা ওইলো না’।

দবির আলীকে তখন অস্থির দেখায়। চোখে মুখে তার বিরক্তির ছাপ। কপালে ঘাম। গলা শুকিয়ে আসে। ‘ময়নার মা, ও ময়নার মা, এক গ্যালাশ পানি……’। বাক্যটা শেষ না হতেই দবির আলীর মনে পড়ে – ময়নার মা মেয়েকে নিয়ে বাপের বাড়ী নায়রে গেছে, তা আজ প্রায় দ’সপ্তাহ। আজই

ফেরার কথা। বুড় মাকে বিরক্ত না করে নিজেই নিয়ে আসে পানি। ভাবে – ‘নিশ্চয়ই কিছু থাইয়া বাদ-ফজরেই অওনা ওইয়া গ্যাছে তারা’। দবির আলীকে তখন উদাস দেখায়। প্রতি বছরই তার বৌ বাপের বাড়ী নায়র যায়। বিয়ের পর কয়েক বছর দবির আলীও সঙ্গে গেছে। কাজের ব্যস্ততায় এখন আর ঠিক হয়ে উঠে না। কয়েক বছর হলো ময়নার মা মেয়েকে নিয়েই যায়। ‘আড মাইল পত হাইডা আইতে কষ্ট অয় তাগো ঠিক’ – দবির আলী ভাবে।

অতীতে ময়নার মা কতবার গেছে বাপের বাড়ি তার অন্ত নেই। কিন্তু তাদের হেটে আসার কষ্টটা এমনভাবে কখনো ভাবেনি। গ্লাসের পানি ডগ্‌ডগ্ করে শেষ করে। ভাবে – ‘হত্যিতো! বহুত দূর থাইকা মহিলা আর পোলাপানগো হাস্থ কেন্দ্রে হাইডা আইতে কষ্ট ওইবো। ময়না, ময়নার মা? তারা কদ্দুর আইটতে পারবো অনায়াসে? দবির আলী নিজেই প্রশ্ন করে। ‘দুই মাইল? বড়জোর তিন মাইল? যদি তিন মাইল পরজান্ত হগ্‌গল মানুষ – পুরুষ, মহিলা আর পোলাপেন হাইডা আহে, তাইলে, কোন মহল্লায় হাস্থ কেন্দ্র বহাইলে সবচে ব্যাশি মানুষ অনায়াসে সেবা পাইবো?

পুনরায় চলে যোগ-বিয়োগ গুন-ভাগের হিসেব-নিকেস। এবারের হিসেব-নিকেস আগের তুলনায় আরও সময় সাপেক্ষ। তারপরও দবির আলী হাল ছাড়েনি। ফলাফলে যা দাঁড়ায় তাতে স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি নির্মান করতে হবে ‘**ঘ**’ মহল্লায়। এ সিদ্ধান্তের ফলে যদিও গাঁয়ের শতকরা ৭০ ভাগ মানুষকে তিন মাইলের মধ্যে কাভার করা সম্ভব, তবে প্রস্তাবিত কেন্দ্রস্থান থেকে ‘**ভ**’ মহল্লার মানুষ পূর্বের তুলনায় আরও এক মাইল দূরে পড়ে যাবে। ‘তাইলে!’ – দবির আলী ভাবে – ‘যা! এ হিদ্দান্ত পথম হিদ্দান্ত থাইকাও থারাপ’।

দবির আলী কখনো গাঁয়ের এক বাসিন্দাকে অন্য বাসিন্দা থেকে আলাদা করে দেখেনি। ভাল চেয়েছে সবার জন্য। চেয়েছে সবাইকে খুশী করতে। কিন্তু আজ! এ কি হচ্ছে তার সিদ্ধান্তে? ভাবে – ‘এমন ওইলে কেমন অয়? কেন্দ্রডা এওমন এক মহল্লায় ওইবো যেথান থাইকা সগ্‌গল মানুষের আডনের ‘সব চাইতে লম্বা’ দূরত্ব অইবো ‘সব থাইকা কম’’।

প্রথম সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি ‘**চ**’ তে নির্মিত হলে, সর্ব উচ্চ দূরত্ব দাঁড়াবে ৮ মাইলে (‘**ভ**’ থেকে ‘**চ**’এর দূরত্ব)। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত মতে তা দাঁড়াবে ৯ মাইলে। আর যদি ‘**ট**’তে নির্মিত হয়, তবে সর্ব উচ্চ দূরত্ব হবে ৬ মাইল (‘**ভ**’ থেকে ‘**ট**’, কিংবা ‘**ক**’ থেকে ‘**ট**’)। দবির আলী ভাল করে পরখ করে। ‘না! এইর ছাইতে কম আর হম্ভব না’। দবির আলী ভাবে – ‘এহন হগ্‌গলের হাইডা যাওনের দুরান্ত সব থাইকা কম। এই ডাই সব চাইতে ভালা। ‘**ট**’তেই বইসবে হাস্থ কেন্দ্র’। সিদ্ধান্তটিতে পৌঁছার ব্যাথা এবং সেই সাথে অবহিত করার জন্য দবির আলী গাঁয়ের সবাইকে ‘**প**’ মহল্লায় আমন্ত্রণ জানায়।

সেদিন সকালের বৃষ্টি শেষে বিকেলের আকাশটা পরিষ্কার। ঝক্‌ঝকে সূর্য। সকলে জড় হয় যথা স্থানে, যথা সময়ে। সবাই দবির আলীর অপেক্ষায় – ‘দবির ব্যাটা কহন আইবো?’ দবির আলী জনতার সামনে এসে দাঁড়াতেই – ‘দবির ব্যাটা, জোয়ান ব্যাটা, সাবাস ব্যাটা’ – শ্লোগানে মূখরিত হয়ে উঠে। তারপর চারিদিক নিরব-নিস্তব্ধ। প্রত্যেকের দৃষ্টি তখন দবির আলীর দিকে। দবির আলী দৃঢ় কন্ঠে জানায় তার সিদ্ধান্ত। বিষদভাবে ব্যাখ্যা করে সিদ্ধান্তের যোক্তিকতা – কেন, কি জন্য, কি ভাবে উপনিত হল সে এ সিদ্ধান্তে। বলে – ‘মানুষই হগ্‌গল থাইকা বড়। মানুষের সুবিদার লাইগাই এ হিদ্দান্ত’।

সভা এখানেই শেষ। গাঁয়ের বাসিন্দাদের বাড়ী ফেরার পালা। কিন্তু না! মানুষ একে অপরের দিকে তাকায়। সবাই যেন কিছু একটা বলতে চায় – ‘এইডা কি ওইলো?’

চ, ছ, ঘ’এর কেউ কেউ বলে – ‘পোথম হিদ্দান্তই হাছা ছিলো,
হ্যাষে আরো হরাইয়া নিলো,
এর কি কোনো দরকার ছিলো?
দবির ব্যাটার কান্ড দ্যহ!’

ঘ, **গ**, **চ**’এর কেউ কেউ বলে – ‘দুই নম্বর হিদ্দান্তই হাছা ছিলো,
হ্যাষে আরো হরাইয়া নিলো,
এর কি কোনো দরকার ছিলো?
দবির ব্যাটার কান্ড দ্যহ!’

ভ, **ব**’এর কেউ কেউ বলে – ‘তিন নম্বর হিদ্দান্তই কিছু ভালো ওইলো,
তবে এডা কি ওইলো,
এর কি কোনো দরকার ছিলো?
দবির ব্যাটার কান্ড দ্যহ!’

শেষে এদের সবাই মিলে বলে – হিদ্দান্তডার কতা বলো,
হ্যাষে এডা কি ওইলো,
ক্যান্দ্রটি দবির ব্যাটার মহল্লায় গেল;
দবির ব্যাটার কান্ড দ্যহ!’

এক কান থেকে অন্য কান। এক মহল্লা থেকে অন্য মহল্লা। সবার একই কথা – ‘ভাইবাছিলেম দবির আলী স▯। যোগ্য ব্যাটা। স্যেবা করবার চায় হগ্‌গলের। দ্যাখছনি তার কান্ডডা। আমাগো ফাঁকি দিয়া, হাস্থ ক্যান্দ্রটি শেষ-মেষ নিজের মহল্লায় বহাইলো। এমন মানুষ তো কষ্মিনকালেও দেহি নাই’।

সেদিন হাটের দিন। সবার মত দবির আলীও হাটে হাঁটে, কেনাকাটি করে। তবে হাটের মানুষ দবির আলি থেকে একটু দূরে দূরে থাকে। ফিস্‌ফিস্ করে কি যেন বলে। দবির আলী বুঝতে পারে না এবং তাতে সে তেমন আমুলও দেয় না। মায়ের জন্য কালো পেড়ে থান শাড়ি, নিজের জন্য তামাক-বিড়ি,

ছেলের জন্য লাল-সবুজে ঘুড়ি। ময়নার মায়ের জন্য পান-পাতা, ময়নার জন্য লাল রঙের চুলের ফিতা – এই সব বাজার-সদাই করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে আসে।

অমাবস্যা রাত। চারিদিকে ঘন অন্ধকার। রাস্তার দু'পাশে ধানি জমি। দূর থেকে ভেসে আসে পাট পঁচা গন্ধ। হঠাৎ হঠাৎ জোনাক জ্বলে আর নিভে। তারই মাঝে দবির আলী বাড়ি ফিরছিল। একলা। গন্তব্যে পৌঁছে গেছে প্রায়। হঠাৎ পিছন থেকে কে বা কারা তাকে আঘাত করে। দবির আলী লুটিয়ে পড়ে। ছিটকে পড়ে সব বাজার-সদাই – মেয়ের লাল ফিতা, ছেলের লাল-সবুজে ঘুড়ি, নিজের তামাক বিড়ি। কিন্তু তবু আঁকরে ধরে জমিন। 'তোরা ক্যাডা? কি চাইস্?' – বলতে না বলতেই চলে ঘাতকের ধারালো ছুরি।

সারা রাত রাস্তায় পড়ে থাকে দবির আলীর মৃত দেহ। ভোরে দবির আলীর ছেলে রাস্তায় পড়ে থাকা পিতার মৃত দেহ দেখে কান্নায় ভেংগে পড়ে। পাথাল কোলে পিতার লাশ নিয়ে বাড়ি ফেরে। দবিরের বিধবা মা ও মেয়ে কান্নায় বুক ভাসায়। শুধু কাঁদতে পারে না ময়নার মা। পিছন বাড়ির নিম তলায় দাঁড়িয়ে থাকে। তখন পরণে তার শাশুড়ির শাড়ি।

'**ট**' পাড়ায় পৌত্রিক জমিতে দাফন করা হয় দবির আলীকে। তখন গাঁয়ের মাতব্বর ও মুরুব্বি, গফুর, করিম পোদ্দার কিংবা অন্য কোন জোয়ান ছেলেদের দেখা যায় না আশেপাশে।

গল্পের চরিত্রগুলি কাল্পনিক। কোন ব্যক্তি অথবা ঘটনার সাথে সাদৃশ্য শুধুই দৈবাৎ। দবির আলী নামটি বাংলাদেশের বহুল আলোচিত টেলিভিশন প্রগ্রাম 'আইন আদালত' থেকে নেয়া।

৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৮, মেলবর্ন।